ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কুইন দেখে মুগ্ধ সালমান

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপের আগে কঠিন পরীক্ষার মুখে কোহলি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৮ ● কলকাতা ● ১১ ভাদ্র, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২৯ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

নন্দীগ্রামে থানা বড় করতে চাইছেন মমতা,

গ্রামীণ থেকে চরিত্র বদলানোর প্রস্তাবে অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার রাজনীতিতে নন্দীগ্রাম যেন মোঘল জমানার পানিপথের মতো। বড় ধরনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের এই জনপদ। এহেন নন্দীগ্রামের পুলিশ থানা এতদিন গ্রামীণ বলেই সরকারি খাতায় বিবেচিত হত। এবার তার চরিত্র বদলের প্রস্তাবে অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা ।এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন নন্দীগ্রাম থানার চরিত্র বদল করা হল?

নবান্নের এক কর্তা এদিন বলেন, অনেকে মনে করতে পারেন যে এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সন্দেহ হয়তো পুরোটা অমূলক নয়। কারণ, নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সংঘাত লেগেই রয়েছে। কম পুলিশ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা সব সময়ে সম্ভব হচ্ছে না। পঞ্চায়েত ভোটের সময়েই দেখা গিয়েছে যে কী পরিমাণ অশান্তি হয়েছে সেখানে। তবে এও ঠিক যে নন্দীগ্রামের চরিত্র বদলাচ্ছে। তাকে আর পুরোপুরি গ্রামীণ বলা যায় না। তা অনেকাংশেই আধা শহর বা মফস্বলের মতো হয়ে গিয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যে দুই-তিন বছরে ১০ লক্ষ

কর্মসংস্থান হবে, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামি দিনে রাজ্যে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার মেয়ো রোডে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি জানালেন, শিক্ষিত যুবকদের রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে অনেক শিল্প এবং কর্মসংস্থান হবে।এদিন পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে মমতা জানান, বাংলায় সব সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কেউ বাইরে কাজ করতে গেলে সরকারের কিছু করার নেই। তিনি বলেন, এখানে সব করে দিয়েছি। ব্যবসার টাকাও দেব বলেছি। তাও কেউ বাইরে গেলে আমি কী করতে পারি? বাংলা তো শিক্ষায় এক নম্বর। তাও বাইরে পড়তে যান অনেকে। যেতেই পারেন। তিনি জানান, সামাজিক নিরাপত্তায় পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে প্রথম। এদিন মেয়ো রোডের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে শাসকদলের ছাত্র শাখার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠেই প্রবল রোদের মধ্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকা ছাত্র যুবদের কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী।কাজের কোনও অভাব থাকবে না। দুয়ারে সরকার প্রকল্পে শ্রমিকদের নাম-ঠিকানা নথিভুক্ত করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বীরভূমে দেওচা পাচামিতে ১ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আরও ১ লাখ ছেলে-মেয়ের কাজ হবে। রঘুনাথপুরে ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। সেখানে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে অন্তত্য ৫ লক্ষ চাকরি হবে। প্রত্যক্ষ এবঙ্গ অপ্রত্যক্ষ ভাবে। মমতার দাবি, রাজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ আসছে। প্রচুর শিল্প আসছে। ডানকুনি ফ্রেড করিডোর হয়ে গেলে শিল্পের সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তল্লাশি

ও মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে ক্ষোভ অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত রবিবার আমেরিকায় ডাক্তার দেখিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তার পর সোমবার ভোর থেকে তাঁর সংস্থা তথা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশিতে নেমে পড়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তা নিয়ে ধারাবাহিক খবর প্রকাশিত হতে থাকে সংবাদমাধ্যমে। অভিষেকের দফতরে তল্লাশির পর প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছিল ইডি। তাতে দাবি করা হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা সিইও। শুধু তা নয়, ওই বিবৃতিতে এও দাবি করা হয়েছিল যে, বেআইনি লেনদেন করার জন্য ওই কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল। পরে ইডি সূত্রে এও দাবি করা হয় যে, পরামর্শ দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে।

অভিষেক অবশ্য সেই বিবৃতির কোনও জবাব দেননি। তবে এদিনও দাবি করেছেন, তিনি কোনও দুর্নীতি করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারলে জীবন বিসর্জন দিয়ে দেবেন। সোমবার ছাত্র পরিষদের মঞ্চ

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না,
কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের
আরাধ্যা দেবী
বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে
লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া,
বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রক্ষচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর,
১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

দত্তপুকুরে গ্রাউন্ড জিরোয় রাজ্যপাল

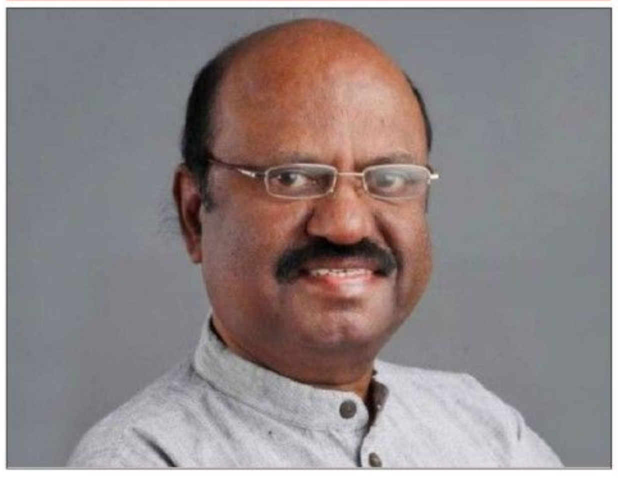

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেক মূলয়বান প্রাণ চলে গিয়েছে'। দত্তপুকুরে 'গ্রাউন্ড জিরো'য় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিস্ফোরণস্থল ঘুরে দেখলেন তিনি। বললেন, 'পুলিস তদন্ত করছে। কার্যকরী বয়বস্থা নেওয়া হবে। মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই'।

এদিকে দত্তপুকুর বিস্ফোরণে কাণ্ডে এন আই এ তদন্তের দাবি তুলল রাজ্য বিজেপি। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'তৃণমূল মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে বোমার উপর আস্থা রেখেছে। তার প্রমাণ, পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা তৈরি করতে গেলে স্টোন চিপস লাগে। স্টোন চিপস পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন রাসায়নিক সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। লুকিয়ে বোমা তৈরি হত, মরণাস্ত্র তৈরি হত। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক জেলায় জেলায় এই ঘটনা ঘটছে'।ব্যবধান মাস তিনেক। ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ! এগরার ভয়াবহ স্মৃতি ফিরল দত্তপুকুরে। এদিন সাতসকালে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে দত্তপুকুরের মোচপোল এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মোচপুল পশ্চিমপাড়ায় একটি বাড়ি বাজির কারখানা ছিল। কারখানায় কাজ করতেন মুর্শিদাবাদ-সহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা।

বিস্ফোরণে সেই বাড়ি এখন কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এমনকী, আশেপাশে যে বাড়িগুলি ছিল, সেই বাড়িগুলির বিভিন্ন অংশও! চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দেহাংশ। বাজি কারখানায় এখনও পর্যন্ত মৃত ৭। মৃতের তালিকায় ৮ বছরের এক বালক।এদিকে মিজোরামে সেতু বিপর্যয়ে নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মালদহে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। ঝটিকা সফর সেরে শহরে ফেরেন এদিন। এরপর দমদম বিমানবন্দর থেকেই দত্তপুকুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। স্রেফ বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন, হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও দেখা করেন রাজ্যপাল। তাঁর আক্ষেপ, 'অনেক মূল্যবান প্রাণ চলে গিয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা'।

মুম্বই যাচ্ছেন মমতা,

যেতে পারেন অমিতাভ বচ্চনের বাংলোয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এ বার আরবসাগরের তীরে অমিতাভ ও জয়া বচ্চনের সঙ্গে সান্ধ্য-আসরে মিলিত হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুম্বইয়ে যে দিন ওই সাক্ষাত হওয়ার কথা, সে দিনই রাখিপূর্ণিমা। অমিতাভের বাংলো 'জলসা'য় মেগাস্টারের হাতে তাই মমতাকে রাখি বাঁধতেও দেখা যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও উঠে আসছে।মুম্বই যাওয়ার আগে কলকাতাতেও পর পর দু'দিন একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। মেয়ো রোডে আজ, সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে তিনিই প্রধান বক্তা। তার পরে বিধানসভায় রয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। বিধানসভা চত্বরে বনমহোতসবের অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী। পর দিন, মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছে 'বাংলা দিবস' ও রাজ্য সঙ্গীত ঠিক করার আলোচনার জন্য।পটনা ও বেঙ্গালুরুর পরে বিজেপি-বিরোধী জোটের তৃতীয় মহা-বৈঠক মুম্বইয়ে হতে চলেছে আগামী ৩১ অগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর। মুম্বইয়ে ৩১ তারিখ রাতে 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতা-নেত্রীদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করছেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার এবং শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরে। তৃণমূল নেত্রীর মুম্বই পৌঁছে যাওয়ার কথা তার আগের দিন ৩০ তারিখ, বুধবার। সূত্রের খবর, বিকেলে মুম্বই পৌঁছে সন্ধ্যায় 'জলসা'য় যেতে পারেন মমতা। কলকাতায় চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনে একাধিক বার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চে উপস্থিত থেকেছেন অমিতাভ-জয়া। মুম্বইয়ে মমতা গেলে যেন অবশ্যই 'জলসা'য় আসেন, সেই আমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন জয়াই। এ বার বিরোধী জোটের বৈঠক উপলক্ষে মমতা বলিউড নগরীতে আসছেন জেনে জয়া সেই আমন্ত্রণ আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বলে

এরপর ৩ পাতায়

তদন্তে আসছে না সিবিআই বা ইডি

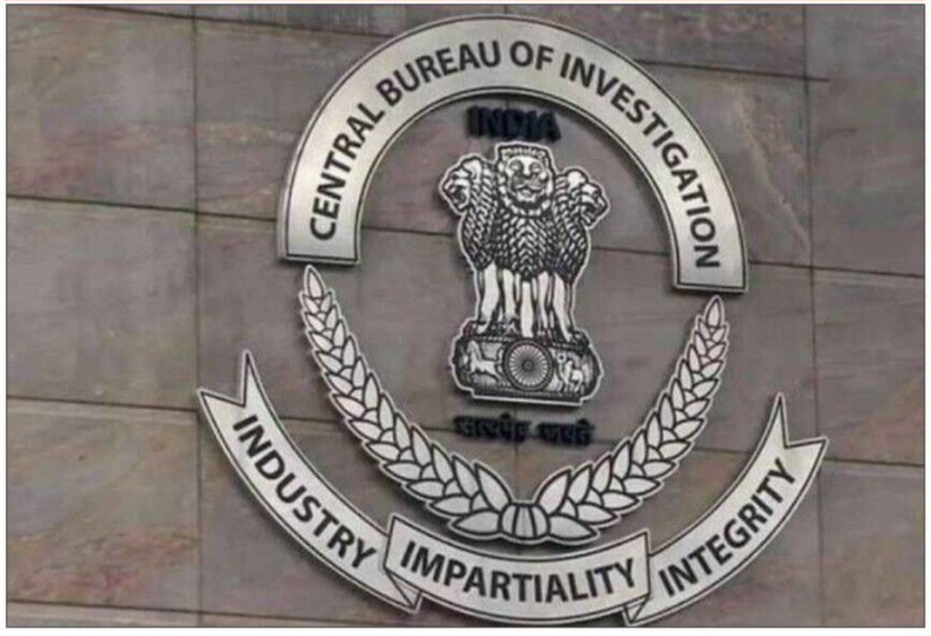

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশের পরে, কেটে গিয়েছে তিন দিন। অথচ, আলিপুরদুয়ারে এখনও দেখা নেই সিবিআই বা ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকদের। আর সেটাই এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মহিলা ঋণদান সময়বায় সমিতির 'প্রতারিত' আমানতকারীদের অনেকের। আলিপুরদুয়ার শহরের বক্সা ফিডার রোডের ওই মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির বন্ধ দফতরের সামনে রবিবারেও 'প্রতারিতদের' একাংশ ভিড় জমান।আইনজীবীদের একাংশও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই দুই তদন্তকারী সংস্থা মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির এই দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু করবে। কারণ, বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এই সংক্রান্ত তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিক্ষোভও দেখান। তবে শনিবারের তুলনায় ভিড় কিছুটা কম ছিল।

আমানতকারীদের একাংশের দাবি, এটা 'পরিকল্পিত দুর্নীতি'। 'দুর্নীতির' জাল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক প্রভাবশালীরাও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যথাযথ তদন্ত হলে, তাদের ফেঁসে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। 'প্রতারিতেরা' চাইছেন সকলকেই ধরা হোক। প্রয়োজনে, তাদের সম্পত্তি 'ক্রোক' করে প্রতারিত আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা করা হোক। হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরে তিন দিনেও সিবিআই বা ইডি আলিপুরদুয়ারে না আসায়, আমানতকারীদের একাংশের মনে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আগামী দিনে কোনও রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতির আসল মাথারা বেঁচে যাবে কি না, সে চর্চাও শুরু হয়েছে।কোনও কোনও মহলের প্রশ্ন, সিবিআইয়ের হাতে এই মুহূর্তে নানা তদন্তের বেশ ভালই চাপ রয়েছে। কিন্তু ইডি কেন এখনও আলিপুরদুয়ারে এল না! যদিও পুলিশ-সহ একাধিক সূত্রের দাবি, আদালতের নির্দেশে সিবিআই বা ইডি-র মতো সংস্থা কোনও ঘটনার তদন্ত ভার নেওয়ার আগে, বেশ কিছু প্রক্রিয়া থাকে। সে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই তদন্তে নামে এ ধরনের সংস্থাগুলি। তাই চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিক থেকেই হয়তো সিবিআই বা ইডি-র আধিকারিকেরা আলিপুরদুয়ারে এসে গোটা ঘটনার তদন্ত ভার নেবেন বলে আশা।

দত্তপুকুরে দুর্ঘটনাস্থলে এনআইএ,

তৎপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নীলগঞ্জে বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছলেন এনআইএ আধিকারিকরা। বিস্ফোরণস্থল খতিয়ে দেখলেন এনআইএ-এর দুই আধিকারিক। সেখানে তদন্তকারী এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে তাঁরা বেরিয়ে যান। জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর ১.৪০ মিনিট নাগাদ এনআইএ-এর দুই আধিকারিক ঘটনাস্থলে যান।দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। তার মধ্যে বাজি কারখানার মালিক কেরামত শেখের ছেলে রবিউল রয়েছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের একাধিক বাসিন্দারাও মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জন হলেন সুতির বাসিন্দা জেরাত আলি। তাঁর ভাই ইশা খাঁকে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। নিমতিতা স্টেশনে মন্ত্রী জাকির হোসেনের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। ইশার দাদা জেরাত আলি আবার কাজ করতেন এই বাজি কারখানায়। ফলে সেই বিশেষ তথ্য সংগ্রহে আরও ততপর এনআইএ।

তবে এখনই সরকারিভাবে এনআইএ তদন্তভার হাতে নেয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। ইতিমধ্যেই অবশ্য এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-এনআইএ দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি তুলেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের কথা বলতে দেখা যায়। তারপর খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁরা প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে ছিলেন না। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, যে কোনও বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেই একটি নিয়ম রয়েছে, এন আই এ একটা প্রাথমিক তদন্ত করে। তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই ঘটনার ক্ষেত্রে এই তথ্য সংগ্রহ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

বাসন্তীর ভাঙ্গনখালিতে কুমির উদ্ধার

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর ভাঙ্গনখালি থেকে উদ্ধার হল একটি কুমির। সোমবার সকালে ভাঙ্গনখালি পাশ্বস্ত মাতলা নদীতে এক মৎস্যজীবির জালে ধরা পড়ে কুমিরটি। পৃথিবীর বৃহত্তম বদাবন সুন্দরবনের বসবাসকারী অধিকাংশ সাধারণ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে নদীতে মাছ,কাঁকড়া,মধু সংগ্রহ করে। তেমনই এদিন বাসন্তী ব্লকের ভাঙ্গনখালি গ্রামের বাসিন্দা বছর ত্রিশের আলামিন মোল্লা প্রত্যেক দিনের ন্যায় এদিনও মাতলা নদীতে জাল পাতে, মাছ ধরার জন্য। তারপর যখন ঐ জাল তুলতে যায় আলামিন তখন হঠাৎ করে জালে বিশাল টান পড়তে শুরু করে। আর জালে টান পড়তে আলামিন ভাবে উপরওয়ালা হয়তো তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। কোন বড় মাছ হয়তো তার জালে পড়েছে। কিন্তু জাল ডাঙ্গায় তুলতে চোখ কপালে ওঠে তার। মাছ নয় তার জালে পড়েছে আস্ত একটি কুমির। আর কুমিটিকে দেখার পর প্রথমে ভয় সন্তুষ্ট অবস্থায় কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল আলামিন। তারপর সাহস করে কুমিরটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নদীর পাড়ে নিয়ে আসে আলামিন। তারপর সে স্থানীয় বাসন্তী থানা এবং বনদপ্তরকে খবর দেয়।

ততক্ষণে এই খবর জানাজানি হতেই ভাঙ্গনখালির মাতলা নদীর পাড়ে জমতে থাকে সাধারণ মানুষের ভিড়। তারপর বাসন্তী থানার এসআই সত্যজিৎ রায়ের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সঙ্গে আসেন ঝড়খালীর মাতলা রেঞ্জের দুইজন বন কর্মী। তারপর সেখান থেকে ওই বন কর্মীদের সাহায্যে কুমিটিকে উদ্ধার করে ঝড়খালি ফরেস্ট অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। আর এই ঘটনার পর থেকে ঐ এলাকার মৎসজীবিরা থেকে শুরু করে নদীর ধারে বসবাসকারী সাধারণ মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কারণ এতো দিন শুধু কথায় বলতো সুন্দরবনের মানুষ জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করে। আর এদিন সেই প্রচলিত কথাটাই যেন সত্যি হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে।

আর এদিন কুমিরটি কে উদ্ধার করতে আসা ঝড়খালি মাতলা রেঞ্জের বনকর্মী লক্ষণ বিশ্বাস বলেন, " কুমিরটিকে নিয়ে এখন আমরা ঝড়খালির মাতলা ফরেস্ট অফিসে যাবো। তারপর সেখানে কুমিরটির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সুস্থ থাকলে তাকে আবার সুন্দরবনের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে"। আর কমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা মৎস্যজীবি আলামিন মোল্লা বললেন , " আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বড়ো কোন মাছ হয়তো আমার জালে পড়েছে কিন্তূ জাল তুলতে দেখলাম কুমির প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কুমির দেখে তার পর আবার সাহস করে কুমিরটিকে ধরে নদীর পাড়ে নিয়ে আসি। পরে পুলিশ ও বনকর্মীরা এসে নিয়ে যায় কুমিরটিকে। তবে আমরা এখন সবাই খুব ভয়ের মধ্যে রয়েছি কারণ আমরা নদীতে মাছ ধরে সংসার চালায় আর এই ঘটনার পর নদীতে নামতে ভয় লাগছে। যদি এর থেকে বড়ো কুমিরও এদিকে চলে আসে তখন কি হবে? এই ভয়ে আমরা এখন খুবই ভয়ে এবং চিন্তার মধ্যে রয়েছি। কারণ মাছ না ধরলে আমাদের সংসার চলে না, ওটাই আমাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র রাস্তা"।

বিজেএমসির কার্যনির্বাহী সভার আয়োজন

ভারতীয় জনতা মজদুর সেল
কাঁথি সাংগঠনিক জেলা কার্যকারিণী বৈঠক
BJMC
আরও একবার
মোদি সরক

পূর্ব মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় জনতা মজদুর সেল কাঁথি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে জেলা কার্যনির্বাহী সভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন বিজেএমসি রাজ্য সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু, রাজ্য সহ-সভাপতি উত্তর কাঁথির বিধায়ক সুমিতা সিনহা, সেলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৈকত জানা, সেলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামল মাইতি, উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি রাজু আয়েঙ্গার এবং অতনু বিশ্বাস প্রমুখ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তল্লাশি ও মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে ক্ষোভ অভিষেকের

থেকে এ হেন মিডিয়া ট্রায়লকে র‍্যাগিং বলে মন্তব্য করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, 'আমি আমেরিকায় চিকিতসা করাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এমন হাওয়া তোলা হল যে আমি পালিয়ে গেছি। কিন্তু আমার পদবি মোদী নয়, চোক্সি নয়, মালিয়া নয় যে পালিয়ে যাব। আমার পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখে চোখ রেখে লড়াই করার দীক্ষা রয়েছে আমাদের'।

অভিষেক অভিযোগ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে ভুলভাল খবর ছাপা হচ্ছে। তবে এই প্রথম অভিষেক খোলাখুলি স্বীকার করে নেন যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিটি তাঁরই সংস্থা। অভিষেকের কথায়, 'আমি যেদিন এসেছি তার পর দিনই তল্লাশি করতে চলে গেছে ইডি। আমার অফিসে গিয়ে কম্পিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করে চলে এসেছে। পর দিন ওরা ফিরে এসে বলতেই পারে এই ফাইলগুলো আমার কম্পিউটারেই ছিল। তার পর মিডিয়া ফের চিৎকার করতে শুরু করবে। এটা র‍্যাগিং নয়?'

১-ম পাতার পর

নন্দীগ্রামে থানা বড় করতে চাইছেন মমতা, গ্রামীণ থেকে চরিত্র বদলানোর প্রস্তাবে অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে। সেই কারণেই থানা বড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানসভার অধিবেশন চলছে। তাই সোমবার নবান্নের পরিবর্তে বিধানসভায় তাঁর কক্ষে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ওই বৈঠকেই নন্দীগ্রাম সংক্রান্ত প্রস্তাব আনা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনিই প্রস্তাব আনেন যে নন্দীগ্রাম থানার চরিত্র বদল করে সেমি আরবান তথা 'আধা শহরাঞ্চলীয়' থানায় উন্নীত করা হোক। তাতে পুলিশ কর্মী সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বাড়ানো হোক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আনা ওই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে মন্ত্রিসভায়। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, এর অর্থ হল নন্দীগ্রাম থানার পরিকাঠামো এবার বাড়ানো হবে। বর্তমানে যে ভবন রয়েছে তা বড় করা হবে। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পুলিশ কর্মী পাঠানো হবে।

২ পাতার পর

মুম্বই যাচ্ছেন মমতা, যেতে পারেন অমিতাভ বচ্চনের বাংলোয়

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর।তবে বাংলার 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' শাহরুখ খানের হাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাখি বাঁধতে যাবেন কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। একটি সূত্রের বক্তব্য, ওই দিন শাহরুখের মুম্বইয়ে থাকা নিশ্চিত নয়। আবার পরের দু'দিন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ব্যস্ততা বেশি। অমিতাভদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত এবং রাখি বেঁধে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনাও বিরোধী শিবিরের মধ্যে চর্চায় উঠে আসতে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়ার রাজ্যসভায় মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর এপ্রিলে। ওই সময়ে বাংলায় তৃণমূলের চার সাংসদেরও মেয়াদ ফুরোবে। তখন বাংলা থেকে জয়াকে রাজ্যসভায় ফের জায়গা করে দেওয়া হতে পারে, এমন জল্পনা ভাসছে বিরোধী শিবিরে। বাংলায় এসে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি-বিরোধী প্রচারে দেখা গিয়েছিল জয়াকে। তাঁকে রাজ্যসভায় তৃণমূল নেত্রী কাজে লাগাতে চাইতে পারেন, জল্পনা এমনই। তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতা অবশ্য বলছেন, "আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার আগে কখন কী ঘটতে পারে, এত আগে কেউই বলতে পারে না। কখন কোন পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়, দলনেত্রীই তা ঠিক করবেন।"

প্রধানমন্ত্রী রোজগার মেলায় ৫১ হাজারেরও বেশি

নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন

रोज़गार मेला
सशक्त युवा, समर्थ राष्ट्र

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আজ কলকাতার নিউটাউনে এসবিআই ইন্সটিটিউট অফ লিডারশিপ-এ রোজগার মেলা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার সরকারি চাকরির ২৫টি নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রার্থীদের হাতে। পরে, প্রায় ২৫৯টি নিয়োগপত্র ঐ অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হ'ল নবনিযুক্তদের মধ্যে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি), অসম রাইফেলস, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র মতো কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তরে এই নিয়োগ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে দিল্লি থেকে রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী ৫১ হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র আজ বিতরণ করেছেন। দেশের ৪৫টি বিভিন্ন জায়গায় রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে, রোজগার মেলার উদ্দেশ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে যুবসম্প্রদায়কে নিয়োগে অভিনব প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। ডাঃ সরকার বলেন, কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিতে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর ঐ স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে রোজগার মেলা একটি পদক্ষেপ। আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং যুবসম্প্রদায়ের সশক্তিকরণ এবং তাদের দেশের উন্নয়নে সামিল করতে রোজগার মেলা অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা। প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত কর্মীদের নাগরিকদের পরিষেবা দানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন নবনিযুক্তরা তাঁদের জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছেন।

নবনিযুক্তরা আইগট কর্মযোগী পোর্টালে কর্মযোগী প্রারম্ভ অনলাইন মডিউলের সাহায্যে নিজেদের প্রশিক্ষিত করার সুযোগ পাবেন। ঐ পোর্টালে যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও যন্ত্রের মাধ্যমে ৬৭৩টিরও বেশি ই-লার্নিং পাঠ্যক্রমের সুবিধা পাওয়া যাবে।

रोज़गार मेला
के तहत
प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
28 अग
0:30 बजे

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত',

(১০৪ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(দ্বিতীয় পর্ব)

কয়েকজন তরুণ ক্রীড়াবিদ, যারা আসলে পড়াশোনা করছেন, আবার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন তারা এই সময় আমার সঙ্গে ফোন লাইনে যুক্ত হয়েছেন। আমি প্রথমে তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই । উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা প্রগতি তীরন্দাজীতে পদক জিতেছেন। আসামের অম্লান অ্যাথলেটিক্সে পদক জিতেছেন। উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা রেস ওয়াকে পদক জিতেছেন। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা অভিদন্যা শ্যুটিংয়ে পদক জিতেছেন। মোদিজী - আমার প্রিয় যুব খেলোয়াড়রা, নমস্কার যুব খেলোয়াড়রা - নমস্কার স্যার। মোদিজী - আমার আপনাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগছে। আমি সবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বেছে নেওয়া খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আপনারা ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন। আপনারা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাতে প্রত্যেক দেশবাসীর মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেছে। আমি সবার আগে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রগতি, এই আলোচনা আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। আপনি সবার আগে বলুন যে যখন এখান থেকে দুটো মেডেল জিতে যান, তখন কি ভেবেছিলেন, এত বড় পদকপ্রাপ্তি সম্ভব? এখন কেমন লাগছে আপনার? প্রগতিঃ- স্যার, আমি খুবই গর্ব বোধ করছিলাম, আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল যে দেশের পতাকা সর্বোচ্চ জায়গায় উত্তোলন করে আসতে পেরেছি। গোল্ড ফাইটে পৌঁছেও হেরে গিয়ে আপশোষ হচ্ছিল। কিন্তু তখনই আমরা পণ করে নিই যে আর আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে নিচে নামতে দেওয়া যাবে না। সব অবস্থায়, আমাদের পতাকাকে সবার ওপরে রাখতে হবে। তারপর যখন আমরা জিতলাম, আমরা ওই পোডিয়ামে খুব ভালো ভাবে উদযাপন করি। ওই মূহুর্তটা খুব অমূল্য ছিল। এত গর্ববোধ হচ্ছিল যে বলা মুশকিল। মোদিজিঃ- প্রগতি, আপনাকে তো খুব বড়সড় শারীরিক সমস্যার সসম্মুখীন হতে হয়েছিল। আপনি তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। এটা দেশের যুবসম্প্রদায়ের জন্য খুবই প্রেরণাদায়ক। ঠিক কি হয়েছিল আপনার? প্রগতিঃ স্যার ৫ই মে ২০২০ তে আমার ব্রেন হ্যামারেজ হয়। আমি ভেন্টিলেটরে ছিলাম। এটাই নিশ্চিত ছিল না যে আমি আদৌ বাঁচবো কি না। আর বেঁচে গেলেও কি অবস্থায় থাকবো। কিন্তু আমি সাহস হারাইনি। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, তীর চালাতে মাঠে নামতে হবে। আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আমি সবথেকে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাই ভগবানকে, তারপর ডাক্তারদের, এবং সবশেষে অবশ্যই তীরন্দাজীকে। আমাদের সঙ্গে অম্লানও আছে। অম্লান আমাদেরকে একটু বল অ্যাথলেটিক্স এর প্রতি তোমার এই আগ্রহ এলো কিভাবে। অম্লানঃ নমস্কার স্যার। মোদিজিঃ নমস্কার নমস্কার। অম্লানঃ স্যার অ্যাথলেটিক্স এর প্রতি শুরুতে তো অত আগ্রহ ছিল না। আমার আগে ফুটবল ভালো লাগতো। আমার দাদার এক বন্ধু আছে সে আমাকে বলল, অম্লান তোমার অ্যাথলেটিক্সের নানা প্রতিযোগিতায় যাওয়া উচিত। আমিও ভাবলাম ঠিক আছে একবার চেষ্টা করে দেখি। প্রথমবার আমি যখন স্টেট মিটে খেলি আমি হেরে যাই। সেই হার আমাকে বড়ই কষ্ট দেয়। তখন থেকে আমি মন দিয়ে খেলতে থাকি। এভাবেই আমার অ্যাথলেটিক্সে আসা হয় স্যার। এখন তো স্যার এতেই আনন্দ হয়। মোদিজিঃ অম্লান আমাদের বল তুমি বেশিরভাগ অনুশীলন কোথায় করেছ?

অম্লানঃ আমি বেশিরভাগ অনুশীলন হায়দ্রাবাদে করেছি, সাই রেড্ডি স্যারের তত্ত্বাবধানে। তারপরে আমি ভুবনেশ্বরে শিফট হয়ে যাই সেখান থেকেই আমার পেশাদারী অনুশীলন শুরু হয় স্যার। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাও আছে। প্রিয়াঙ্কা, আপনি ২০ কিলোমিটার রেস ওয়াক টিমের একজন সদস্য ছিলেন। সারা দেশ আজ আপনার কথা শুনছে, এবং তারা এই খেলা সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি আমাদের এটা বলুন এর জন্য বিশেষ কি দক্ষতার প্রয়োজন? এবং আপনার ক্যারিয়ার কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে? প্রিয়াঙ্কা - আমার ইভেন্ট যথেষ্টই কঠিন কারণ ৫ জন বিচারক দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা যদি দৌড়েও যাই, তাও তাঁরা আমাদের বের করে দেবেন। যদি আমরা রাস্তা থেকে বেরিয়েও যাই বা লাফিয়েও পড়ি তাও তাঁরা আমাদের বার করে দেবেন। এমনকি হাঁটু মুড়লেও তাঁরা বাতিল করে দিতে পারেন। আমাকে তো দুবার তারা সতর্ক করেও দিয়েছেন। তারপর থেকে আমি আমার গতিকে এতটা নিয়ন্ত্রণ করেছি যাতে দলের জন্য এখান থেকে পদক পেতে পারি। কারণ আমরা এখানে দেশের জন্য খেলতে এসেছি আর শূন্য হাতে এখান থেকে ফিরব না। প্রধানমন্ত্রী- আপনার বাবা ও ভাই ভালো আছেন? প্রিয়াঙ্কা - হ্যাঁ সবাই ভালো আছেন। আমি তো সবাইকে বলি যে আপনি কিভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। সত্যি বলছি স্যার, খুব ভালো লাগে। কারণ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মত খেলা সম্পর্কে ভারতে কেউ তেমন জানেই না। কিন্তু এখন যা উৎসাহ আমরা পাচ্ছি, মানে আমরা টুইট দেখি যেখানে প্রচুর লোকে টুইট করেন, আমরা এত পদক জিতেছি তো বেশ ভালই লাগে যে অলিম্পিক্সের মত এখানেও অনেক উৎসাহ পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী- ঠিক আছে প্রিয়াঙ্কাজী, আপনাকে আমার তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন, আপনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আসুন এবার আমরা অভিধন্যার সঙ্গে কথা বলি। অভিধন্যা- নমস্কার স্যার।

প্রধানমন্ত্রী- নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। অভিধন্যা- স্যার আমি মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শহর থেকে এসেছি। আমি শুটিং-এ ২৫ মিটার স্পোর্টস পিস্তল এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল- দুটি ইভেন্টেই অংশগ্রহণ করি। আমার বাবা-মা দুজনেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি, ২০১৫ সালে শুটিং শুরু করেছি। যখন আমি শুটিং শুরু করি তখন কোলহাপুরে এত সুযোগ সুবিধে ছিলনা। বাসে যাতায়াত করে ওয়াডগাঁও থেকে কোলাপুর যেতাম, দেড় ঘণ্টা সময় লাগতো। ফেরার সময়ও দেড় ঘণ্টা সময় লাগতো। তার ওপর চার ঘণ্টা ধরে প্রশিক্ষণ। এভাবেই ৬-৭ ঘণ্টা যাতায়াত আর ট্রেনিংয়ে চলে যেত। আমার স্কুলও মিস হতো। তখন মা বাবা বললেন যে একটা কাজ করা যায়, আমরা তোমাকে শনি ও রবিবার শুটিং রেঞ্জে নিয়ে যাবো, বাকি দিনগুলো তুমি অন্য সব গেমস খেলো। তো আমি ছোটবেলায় অনেকগুলো খেলা খেলতাম কারণ আমার মা বাবা দুজনেরই খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল। কিন্তু তাঁরা কিছু করতে পারেননি কারণ তখন অত আর্থিক সামর্থও ছিলনা আর তাঁদের কাছে সঠিক তথ্যও ছিলনা। তবে আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করি এবং দেশের জন্য পদকও জিতি। সেজন্য আমি তার স্বপ্নপূরণ করতে ছোট থেকেই খেলাধুলাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করি। তারপর আমি তাইকোন্ডাও শিখি, এতে আমি ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছি। এছাড়াও বক্সিং, জুডো, ফেন্সিং এবং ডিস্কাস থ্রো-এর মত খেলাধুলোতে অংশ নিয়ে তারপর ২০১৫ সালে আমি শুটিংয়ে আসি। তারপর দু-তিন বছর আমি অনেক লড়াই করেছি এবং প্রথমবার আমার ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপে মালয়েশিয়া সিলেকশন হয়েছে, আর সেখানে আমি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলাম, ওখান থেকেই আসলে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তারপর আমার স্কুল থেকে আমার জন্য একটা শুটিং রেঞ্জ তৈরি করা হয়েছিল, আমি তখন সেখানেই প্রশিক্ষণ নিতাম আর ওঁরা আমায় তারপর পুণে পাঠায় ট্রেনিং করার জন্য। সেখানে গগন নারাঙ্গ স্পোর্টস ফাউন্ডেশনে ওগান ফর গ্লোরি রয়েছে, সেখানেই আমি এখন প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। গগন স্যার আমায় খুব সহযোগিতা করেন এবং আমায় খেলার জন্য অনুপ্রেরণা দেন।

মোদী জি:- আচ্ছা আপনারা চারজন যদি আমায় কিছু বলতে চান তো আমি সেটা শুনতে চাই। প্রগতি, অম্লান, প্রিয়াঙ্কা এবং অভিদন্যা। আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন তাই কিছু বলতে চাইলে অবশ্যই আমি শুনবো । অম্লান:- স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। মোদী জি:- বলুন। অম্লান:- আপনার কোন খেলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ? মোদিজি:- খেলাধুলার জগতে ভারতের আরো প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত আর এই জন্যই আমি এই বিষয়গুলোয় খুব উৎসাহ প্রদান করছি কিন্তু হকি, ফুটবল, কাবাডি, খো খো- এগুলো আমাদের মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকা খেলা। তাই এগুলোয় আমাদের কখনোই পিছিয়ে পড়া উচিত নয় আর আমি দেখছি যে তীরন্দাজীতে আমাদের খেলোয়াড়রা ভালো ফল করছে শুটিংয়েও ভালো ফল করছে। তৃতীয় আরেকটা বিষয় আমি লক্ষ্য করছি যে আমাদের যুবকযুবতীদের মধ্যে, এমনকী তাদের পরিবারের মানুষদের মধ্যেও খেলার প্রতি আগে যে মনোভাব ছিল এখন তা আর নেই। আগে তো বাচ্চারা খেলতে গেলে তাদের আটকানো হতো কিন্তু এখন সময় অনেক পাল্টেছে, আপনারা যা সাফল্য নিয়ে আসছেন তা সব পরিবারকেই অনুপ্রাণিত করছে। আর যে খেলাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তারা দেশের জন্য কিছু না কিছু করছে। এই খবর দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে আর স্কুল-কলেজেও এ বিষয়ে ক্রমাগত আলোচনা চলছে। যাই হোক, আমার এই বিষয়টা খুব ভালো লেগেছে তাই আমার তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভকামনা।

যুব খেলোয়াড়েরা:- অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। মোদিজি:- ধন্যবাদ জি। নমস্কার। আমার পরিবারবর্গ, এই বছর ১৫ ই আগস্ট এর সময় দেশে 'সবকা প্রয়াস' প্রকল্পের সাফল্য দেখলাম। সকল দেশবাসীর প্রচেষ্টা হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে বাস্তবে 'হর মন তিরঙ্গা' অভিযান হিসেবে রূপায়িত করেছে। এই অভিযানের সময়ে অনেক রেকর্ড গড়ে উঠেছে। দেশবাসীরা কোটি কোটি তেরঙা কিনেছেন। দেড় লক্ষ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি তেরঙ্গা পতাকা বিক্রি হয়েছে। এতে আমাদের বিক্রেতা এবং যারা এই পতাকা তৈরি করেন বিশেষ করে মহিলারা কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পেরেছেন। পতাকার সঙ্গে নিজস্বী পোস্ট করার বিষয়েও দেশবাসী নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। গতবছর ১৫ ই

ক্রমশঃ

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩৮ সংখ্যা ২৯ আগস্ট, ২০২৩ মঙ্গলবার ১১ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অভিষেক গ্রেফতার হবেন? মমতার ভাষণের পর আলোড়ন

লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডসে ইডির তল্লাশি এবং তাদের কম্পিউটারে ফাইল ডাউনলোড করার প্রসঙ্গে মেয়ো রোডের জনসভা থেকে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেই জানালেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বার্তা এসেছে তাঁর ফোনে। সেই প্রসঙ্গে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে একযোগে আক্রমণ করেছেন মমতা।তল্লাশি অভিযানের পর লিখিত বিবৃতিতে ইডির দাবি, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে লেখা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন অভিষেক। তিনি যে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, মেয়ো রোডের সভা থেকে মমতা একপ্রকার তা নিশ্চিত করেই দিলেন। অভিষেক নিজেও সংস্থা সম্পর্কে একই কথা বলেছেন।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার মেয়ো রোডের জনসভায় হাজির হয়েছিলেন মমতা। সেখান থেকে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে 'প্রতিশোধপন্থী' বলে কটাক্ষ করেন। অভিযোগ, তাঁর ফোনে অভিষেককে নিয়ে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে। মমতা বলেন, "এত প্রতিশোধপন্থী সরকার আমি আগে কখনও দেখিনি। সে দিন আমার ফোনে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। অভিষেককে নাকি ভোটের আগে গ্রেফতার করে নেবে।"এর পরেই লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস প্রসঙ্গ উঠে আসে মমতার ভাষণে। তিনি বলেন, "ওদের কম্পিউটারে যা ছিল, নিয়ে নিয়েছে। কাউকে না জানিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করেছে। বাইরে থেকে ফাইল ডাউনলোড করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" ইডির উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, "তোমরা যদি কম্পিউটারে ওস্তাদ হও, আমরাও ওস্তাদ। ঠিক তথ্যটি বার করে নিয়েছি। আমরা ঠিক বুঝতে পেরেছি, তোমরাই ওই ফাইল ডাউনলোড করেছো। তার পরে থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। যিনি ডায়েরি করেছেন, তাঁকেও গ্রেফতার করে নেবে বলেছে। সকলকে গ্রেফতার করতে করতে একদিন জেলটা তোমাদের লোকেই ভরে যাবে।"গত সোমবার নিয়োগ মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটি এলাকায় তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। আলিপুরে লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস নামের একটি সংস্থার দফতরেও যান ইডি আধিকারিকেরা। এই সংস্থায় সুজয়কৃষ্ণ একসময় উচ্চ পদে কাজ করতেন বলে দাবি ইডির। সংস্থায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয়। ইডি চলে যাওয়ার পর সংস্থার এক কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ইডি তাঁদের কম্পিউটারে ১৬টি অচেনা মাইক্রোসফ্‌ট এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের অফিসে যান লালবাজারের তদন্তকারীরা। দু'টি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়।এর পরেই ইডি লালবাজারে লিখিত ভাবে জানিয়েছিল, তাদের এক আধিকারিক তল্লাশি চালাতে গিয়ে সংস্থার কম্পিউটার থেকে নিজের কন্যার কলেজের হস্টেলের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তা করতে গিয়ে কোনও ভাবে ওই ফাইলগুলি ডাউনলোড হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে সংস্থার কর্মীদের উপস্থিতিতেই যা করার করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না বলে জানিয়েছে ইডি। তারা ওই সংস্থাতেও লিখিত ভাবে এ কথা জানিয়েছে।সোমবার সুজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন আরও দু'টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে একটি প্রকল্প এলাকা এবং লি রোডে সুজয়কৃষ্ণের মেয়ে এবং জামাইয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। একযোগে তিন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। বিষ্ণুপুর এবং লি রোডে তল্লাশির কাজ শেষ হলেও আলিপুরের অফিসে তল্লাশি গড়ায় ভোর পর্যন্ত। ইডি সূত্রে খবর, সুজয়ের সংস্থা এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডসের লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। ইডির চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ২০২০-২১ সালের মধ্যে সুজয়কৃষ্ণের এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ৯৫ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী দরবার সাহিবের প্রাক্তন গ্রন্থী সিং সাহিব

জ্ঞানী জগতার সিংজীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী দরবার সাহিবের প্রাক্তন গ্রন্থী সিং সাহিব জ্ঞানী জগতার সিংজীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

একগুচ্ছ এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "শ্রী দরবার সাহিবের প্রাক্তন গ্রন্থী সিং সাহিব জ্ঞানী জগতার সিংজীর প্রয়াণে আমি শোক প্রকাশ করছি। তাঁর গভীর জ্ঞান এবং গুরু সাহিবদের আদর্শ অনুযায়ী মানবসেবায় তাঁর প্রয়াসের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও গুণমুগ্ধদের সমবেদনা জানাই"।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

নিজের জীবন দিয়ে ,প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা ক্ষণে, প্রতিটা সেকেন্ডে যা অনুভূতি পেয়েছি ভগবান সম্পর্কে সেই কথাগুলো ঈশ্বরী কথা বইয়ের গবেষণামূলক তথ্য দিয়ে মানব সমাজের তুলে ধরছি। যা প্রতিটি মানুষের চলার পথে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ভগবান বাই ঈশ্বরের আরাধনার মুহূর্তগুলো। ভক্তিভরে ভগবান কে ডাকলে ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেয়, এ কথাটা সত্যি এবং চিরন্তন হতে চলেছে। যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি এবং প্রতিটা পদক্ষেপে ছায়া ঘটে চলেছে একমাত্র তার ইশারায়, তিনি সর্বদায় সজাগ সজ্ঞানে এই ব্রহ্মাণ্ড টাকে পরিচালনা করছে। ঠিক যেমন একটি নৌকাকে মাঝি যেভাবে নৌকাকে পরিচালিত করে ,ঠিক তেমনি ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে পরিচালনা করছে। আমরা নিমিত্র মানুষ আমাদের নাচে একুল, নাচ ওকুল সবকিছু শেষেই একবার ঈশ্বর কুলেই যেতেই হবে। তার জন্য বসে রয়েছে ধর্মরাজ যমকে নিয়ে, সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে এইহলোক থেকে পরলোকে নিয়ে যাবে সেই জন্য ।তাই মানুষ বড় অসহায় জীব। সে বিপদ রাশি দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত। প্রতিক্ষণেই তাহার নানা বিপদ বিঘ্ন ও দুঃখ ঘটিতে পারে, মানুষের অজ্ঞাত সারেও বহু বিপদ ঘটে, এই অবস্থায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই মানবের একমাত্র উপায় ও রক্ষাকর্ত্তা এবং অগতির গতিদায়ক। বিপদকালে যে ব্যক্তি অধীর না হয়ে ভগবানের উপর সম্যক নির্ভর করে ভগবান তাহার অন্তরে বিপদ উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে। আর সেই কারনে

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? প্রত্যেকের মনেই কোন না কোন সময় একটি প্রশ্নটি জাগ্রত হয়। সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন চালক থাকে। কে এই জগতের চালক? প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা মানব-মনের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। যিনি সর্বকার্যের আদি কারণ, মুনি-ঋষিরা তাঁর নাম দিয়েছেন ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নাম-রূপহীন। ঈশ্বরকে চিন্তা করার জন্য তাঁর গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁকে ভগবান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ অসম্ভব, কারণ তিনি অজ্ঞেয়। প্রাচীনকালের সেই তত্ত্বাদর্শী ঋষিগণ যোগবলে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং তা শিষ্যদের বলে গেছেন। এভাবেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারছি। আমরাও এখনো যদি মনে করি যোগ বা ধ্যান বলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতেও পারি, ঈশ্বর পারেই একমাত্র জীব এবং জগতের কৃপা করতে , তিনি হচ্ছেন এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কৃপাময়ী। তার ইশারায় আমি কেন আপনিও পরিচালিত হচ্ছে ন। আর তিনি তার পরিচালিত শক্তির দ্বারায় আমাকে দিয়ে ঈশ্বরী কথা বইটি আপনাদের কাছে পরিবেশন করাচ্ছে। এই বইটি যে সত্যিই আমি করতে পারব আগেও স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, সময় যখন হয়ে গেছে তিনি সত্যিই আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিলেন। ঈশ্বরী কথার মূল বিষয়বস্তু যে ঈশ্বর, মানবজাতির কাছে বলতে চাই। ঈশ্বর কি ?কেন আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী করি? ঈশ্বর আছে, না নেই ,এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে ঈশ্বর কি?

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ কিভাবে এলো 'ঈশ...' ধাতুর উত্তরে বরচ প্রত্যয় যোগে 'ঈশ্বর' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'ঈশ' ধাতুর অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রভূ। যিনি এই জীব-জগতের সকলের চেয়ে? শ্রেষ্ঠ বা যিনি সকলের প্রভূ, তিনিই ঈশ্বর। আবার যাঁর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য আছে, তিনিই ঈশ্বর। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য বলতে অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব বোঝায়। সূক্ষ্ম আকার ধারণ করার ক্ষমতাকে অণিমা, শরীরকে স্থূলাকার করার ক্ষমতাকে মহিমা, ইচ্ছা মত ভারী হওয়ার ক্ষমতাকে গরিমা, ইচ্ছা মত লঘু বা হালকা হওয়ার ক্ষমতাকে লঘিমা, সর্বত্র গমন করার ক্ষমতাকে প্রাপ্তি, নিজ ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতাকে প্রাকাম্য, প্রভূত্ব করার ক্ষমতাকে ঈশিত্ব এবং সকলকে বশ করার ক্ষমতাকে বশিত্ব বলে।

ভগবান কে? যাঁর ভগ (গুণ) আছে তিনিই ভগবান। ভগ বলতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই ছয়টি গুণকে বোঝায়। এবার ব্রহ্ম প্রসঙ্গে আসা যাক। 'বৃনহ' ধাতু পূর্বক মন দ্বারা ব্রহ্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বৃনহ' ধাতুর অর্থ বৃহৎ। যিনি বৃহৎ বা অসীম এবং সর্বব্যাপী আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার (যাঁর কোন আকার নেই), নিরঞ্জন (যাঁকে অঞ্জন বা চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না), নির্বেদ্য (যাঁকে জানা যায় না), অনন্ত (যাঁর আদি বা অমত্ব নেই), অসীম (যাঁর সীমা নেই), অজর (যাঁর জরতা নেই), অমর (যিনি মরেন না), অবিনশ্বর (যাঁর বিনাশ নেই), অখ- (যাঁকে খ- করা যায় না অর্থাৎ যিনি পূর্ণ), অপরিণামী (যার কোন পরিমান নেই), অবিকার (যাঁর বিকার নেই) এবং বিভু (যিনি শক্তিমান)। ব্রহ্মসূত্রে আছে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যা হতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, তিনি ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ হলে কিভাবে তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রন করেন? প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের দেহ ও ইন্দ্রিয় না থাকলেও তিনি নিষ্প্রাণ বা জর নয়। ব্রহ্ম চৈতন্যময় কারণ চৈতন্যময় না হলে তিনি পাপ-পূণ্যের বিচার করতে পারতেন না।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যাঁর জ্ঞান অপ্রতিহত, সমগ্র সৃষ্টি যাঁর জ্ঞাত, তপস্যা যার জ্ঞানময়, সেই ব্রহ্ম হতেই স্রষ্টা, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়'। বেদে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বা ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়নি। বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, এক স্রষ্টা প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। তাঁরা স্রষ্টার সে রূপকে কখনও অগ্নি, কখনও ইন্দ্র, কখনও সূর্য নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি দেবতা পৃথক নয়। এক স্রষ্টাই অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

বেদে স্রষ্টাকে পুরুষ নামেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরষ-সূক্তে বলা হয়েছে- 'সে পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ। তিনি সমগ্র ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করেও নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজিত আছেন'। শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে গোবিন্দ নামে আখ্যায়িত করেছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, 'সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে যাঁর কথা বলা হয়েছে, যিনি বাক্য ও মনের অতীত এবং পরমানন্দ স্বরূপ সদ-গুরু সেই গোবিন্দ নামধারী পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি'। সহজ কথায় বেদান্তবাক্য দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তিনিই গোবিন্দ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার উপায় কি? একটি পাত্রে জলের মধ্যে কিছু চিনি রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর চিনি জলে দবীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চিনি ও জলের দ্রবণে চিনিকে দেখা না গেলেও ঐ দ্রবণ পান করে বোঝা যায় যে, এতে চিনি আছে। এভাবে ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করা গেলেও তাঁর অসিত্মত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছে, তা আলোচনা করা যাক। প্রথমত, সব পদার্থের মধ্যেই একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে। যা থেকে কার্য সৃষ্টি হয়, তাই কারণ। কুমার মাটি দিয়ে ঘট তৈরি করে, এখানে মাটি কারণ এবং ঘট কার্য। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পবর্ত, সমুদ্র, বন প্রভৃতি সবই যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থ অংশের সমষ্টি এবং এর আকার-আকৃতি রয়েছে। তাই যৌগিক পদার্থ মাত্রই কার্য। প্রত্যেক কার্যের একটি কারণ আছে। তাই চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কার্যেরও কারণ আছে। কারণ প্রধানত দুই প্রকার, যথা- উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। যেমন- ঘটের উপাদান কারণ মাটি এবং নিমিত্ত কারণ কুমার। চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির কার্যেরও উপাদান ও নিমিত্ত কারণ থাকবে। পঞ্চভূতই (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) এদের উপাদান কারণ। তবে এদের নিমিত্ত কারণ কে? চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত কারণই ঈশ্বর। দ্বিতীয়ত এ জগতে কেউ ধনী,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আমিশা, তোমার এখন অবসর নেওয়া উচিত: ভানসালী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডে আমিশার আত্মপ্রকাশ ২০০০ সালে। বিপরীতে হৃতিক রোশন। 'কহো না প্যার হ্যায়' ছবিতে জুটি বাঁধেন হৃতিক-আমিশা। প্রথম ছবিতেই আকাশছোঁয়া সাফল্য। অনুরাগীদের আশা ছিল, বলিউডের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা হিসাবে দেখতে পাবেন আমিশাকে। ঠিক এক বছর পরই অভিনেত্রী দ্বিতীয় ছবি মুক্তি পায়। ২০০১ সালের সেই ছবির নাম ছিল 'গদর'। দ্বিতীয় ছবিতে আরও বেশি সাফল্য পান আমিশা। সচারাচর অভিনেতার জীবনে এমন ঘটনা প্রায় বিরল। কেরিয়ারের শুরুতেই পর পর দুটি ছবিতেই বিপুল সাফল্যের মুখ খুব কম অভিনেতাই দেখেছেন। তবে আমিশা তেমনই ভাগ্যবতী। আমিশার এই সাফল্য দেখে তাকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেন বলিউডের নামজাদা পরিচালক সঞ্জয় লীলা ভানসালী। আমিশার 'গদর' ছবিটি দেখে তাকে চিঠি লেখেন সঞ্জয়। সেখানেই পরিচালক বলেন, 'আমিশা, তোমার এখন অবসর নেওয়া উচিত।' খানিকটা চমকে গিয়েই আমিশা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন এমন কথা বললেন সঞ্জয়? পরিচালক উত্তর দিয়েছিলেন, 'কারণ তুমি ইতিমধ্যে দুটি ছবি থেকে এমন কিছু অর্জন করেছ, যা বেশির ভাগ লোক তাদের গোটা কেরিয়ারে অর্জন করতে পারে না। জীবনে একবারই একটি 'মুঘল-ই-আজম', একটি 'মাদার ইন্ডিয়া', একটি 'পাকিজা', একটি 'শোলে'তে কাজ করা যায়। তোমার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা দ্বিতীয় বার। তো এরপর কী?'

এরপরে ভানসালীর কথাই সত্যি হয়। আমিশা বলেছেন, 'সঞ্জয় যা বলেছিলেন, তা পুরো কেরিয়ার জুড়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।' অমিশা জানান, তাঁর এই সাফল্য অনেকেই ভাল নজরে দেখেননি ইন্ডাস্ট্রিতে। 'গদর' সিনেমাটি এমন উচ্চতায় পৌঁছে যায় যে, পর তার অভিনীত সব ছবির সঙ্গেই 'গদর'-এর তুলনা টানা হয়েছে এবং কোনওটাই সেই সাফল্য দেখেনি।

২২ বছর আগে ২০০১ সালে মুক্তি পেয়েছিল অনিল শর্মা পরিচালিত ছবি 'গদর'। ভারতের তারা সিং ও পাকিস্তানের শাকিনার প্রেমকাহিনি জায়গা করে নিয়েছিল দর্শকের মনে। তার প্রায় ২২ বছর পরে মুক্তি পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজরি দ্বিতীয় ছবি। ১১ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম সপ্তাহান্তেই বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল অনিল শর্মা পরিচালিত 'গদর ২'। তৃতীয় সপ্তাহে পড়তেই ৪০০ কোটি ছুঁয়ে ফেলল এই ছবি। বক্স অফিস ব্যবসার নিরিখে শাহরুখ খানের 'পাঠান'-এর পর সব থেকে সফল হিন্দি ছবি 'গদর ২'।

সালমানকে দায়ী করলেন আমিশা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাত্র ১২ দিনেই ৪০০ কোটির অঙ্ক ছুঁয়েছে সানি দেওল আমিশা প্যাটেলের 'গদর ২'। তবে আমিশার শুরুটা হয় প্রায় ২৩ বছর আগে। 'কহো না প্যার হ্যায়' ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। তার পর গদর ছবিতে সুযোগ। ২০০০ ও ২০০১ সালে পর পর দুটি ছবি মুক্তি পায় তার। দুই ছবিই তুমুল সাফল্য পায়। যে কোনও অভিনেতার জীবনে এমন ঘটনা বেশ বিরল। কেরিয়ারের শুরুতেই পর পর দুটি ছবি হিট। গোড়াতেই সাফল্যের স্বাদ পান অমিশা। তবে 'গদর'-এর বিপুল জনপ্রিয়তার পর আমিশা জুটি বাঁধেন সালমান খানের সঙ্গে। ২০০২ সালে মুক্তি পায় 'ইয়ে হ্যায় জলওয়া'। পর পর হিটের পর প্রথম ব্যর্থতা আমিশার। বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে এই ছবি। এত বছর পর এই ছবির ব্যর্থতার জন্য সালমানের প্রসঙ্গ টানলেন অভিনেত্রী!

আমিশার কথায়, 'এই ছবি ডেভিড ধওয়ানের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ছবি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সালমানকেও এত সুন্দর নায়কসুলভ এর আগে কোনও ছবিতে মনে হয়নি।' তা হলে সমস্যা কোথায়? আমিশার মতে, 'ইয়ে হ্যায় জলওয়া' ছবিটি সে ভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। তার পিছনে সংবাদমাধ্যমের অবদান রয়েছে। কারণ, সে বছর সংবাদমাধ্যম ব্যস্ত ছিল সালমান খানের 'হিট অ্যান্ড রান' কেস নিয়ে। না হলে ছবি ভাল চলতই, আক্ষেপ অভিনেত্রীর।

মুম্বাইয়ের রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর কারণে ফুটপাথে শুয়ে থাকা একজন নিহত হন। আহত হন তিন জন। অভিনেতার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক হত্যার মামলা দায়ের হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত বেকসুর প্রমাণিত হন সালমান। তবে অমিশার মতে, এই ছবির মুক্তির সময়ই সালমান জড়িয়ে পড়েছিলেন বিতর্কে। তার প্রভাব পড়েছিল ছবিতেও।

ঢাই কিলোর হাতের সামনে সংকটে পাঠান-বাহুবলীর রেকর্ড!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রত্যাশা মতোই মঙ্গলবার দেশের বক্স অফিসে ৪০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলল 'গদর ২'। প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড সানি দেওল-আমিশা প্যাটেল অভিনীত এই ছবি ঝুলিতে। ২২ বছর পরেও একফোঁটা ফিকে হয়নি তারা সিং আর সাকিনার প্রেমকথার ম্যাজিক তার প্রমাণ মিলেছে। বর্তমানে ৪০০ কোটির ক্লাবে কেজিএফ টু-এর (হিন্দি ভার্সন) পাশে থাকা একমাত্র হিন্দি ছবি গদর ২। তার আগে রয়েছে ৫০০ কোটির ক্লাবে থাকা শাহরুখ খানের 'পাঠান' এবং প্রভাসের 'বাহুবলী ২' (হিন্দি ভার্সন)। বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের মতে অতি সহজেই ৫০০ কোটির ক্লাবের তৃতীয় ছবি হিসাবে নাম লেখাবে গদর ২।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও গদর ২-এর বিজয়রথ অব্যাহত। যে কারনামা দেশের বক্স অফিসে করে দেখাতে পারেননি সলমন-আমিররা, তা তুড়ি মেরে পূরণ করলেন সানি দেওল। গদর-এর পর বক্স অফিসে সানির নামে পাশে ব্লকবাস্টার শব্দ বসেনি, ২২ বছরের ব্যর্থতা ঢেকে দিল গদর-২। মাত্র তিন দিনে ১০০ কোটির ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছিল এই ছবি। পরের একশো কোটি কামাতে মাত্র দু-দিন সময় লেগেছিল এই ছবির। অষ্টম দিনে ৩০০ কোটির ক্লাবে নাম লেখানোর পর এবার ৪০০ কোটির গণ্ডি পার করল এই ছবি।

গদর ২-এর এই নতুন মাইলস্টোনের কথা টুইট করে ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ লেখেন- 'বাহুবলী ২ এবং পাঠানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে গদর ২. সকলকে চমকে দিয়েছে এই ছবি ৪০০ কোটির গণ্ডি পার করবার পর এই ছবি নিঃসন্দেহে ৫০০ কোটির ক্লাবে নাম লেখাবে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

বর্তমানে দেশের বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি আয় করা হিন্দি ছবি পাঠান। বলিউড হাঙ্গামার বক্স অফিস রিপোর্টানুসারে শাহরুখ-দীপিকা-জনের এই ছবির কালেকশন ৫৪৩.০৫ কোটি টাকা। এরপর বাহুবলী ২ (হিন্দি) ৫১০.৯৯ কোটি টাকা।

দেশের বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি আয় করা ছবির তালিকায় রয়েছেন রকি ভাইও। কেজিএফ চ্যাপ্টার ২-এর হিন্দি ভার্সনের মোট আয় ৪৩৪.৭০ কোটি টাকা। এই সপ্তাহেই সেই রেকর্ড ভেঙে দেবেন সানি দেওল, আশা তেমনটাই।

কুইন দেখে মুগ্ধ সালমান

I'M BEING HUMAN
QUEEN

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'এই চরিত্রের জন্য কঙ্গনা একদম পারফেক্ট', 'কাট্টি বাট্টি'র স্ক্রিপ্ট পড়ার পর এটাই ছিল সালমানের প্রথম রিঅ্যাকশন। কুইন দেখার পর থেকে কঙ্গনার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে আছেন ভাইজান। তাই যখন পরিচালক নিখিল আদবানি ছবির গল্প শোনালেন সালমাকে। তখন পরিচালকে দাবাং খানের সাজেশন কঙ্গনা রাণাওয়াত ফর কাট্টি।

জানাগেছে, 'কাট্টি বাট্টি' ছবিটির অফার সালমান নাকি নিজের ফোন করে দিয়েছিলেন কঙ্গনাকে। সেই সময় নায়িকা ছিলেন নিউ ইয়র্কে। তবে সালমানের ফোন পাবার পরই তড়িগড়ি ফিরে আসেন মুম্বইতে।

'কাট্টি বাট্টি' মূলত একটি প্রেমের গল্প। তবে এটি গতানুগতিক প্রেমের গল্প নয়। সম্পূর্ণ আধুনিক একটি প্রেমের গল্প। যেখানে বিয়ের আগেই মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করবে ছবির নায়িকা কঙ্গনা। এই ছবিতে কঙ্গনার বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে ইমরান খানকে। ১৮ ই সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি।

ভারতের কুস্তি সংস্থাকে

নিষিদ্ধ করলো বিশ্ব কুস্তি সংস্থা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চরম বিপদে পড়লেন ভারতের কুস্তিগিরেরা। ভারতের জাতীয় কুস্তি সংস্থাকে নিষিদ্ধ করে দিল বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। সঠিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা পরিচালিত কোনও প্রতিযোগিতায় ভারতের কুস্তিগিরেরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে, অলিম্পিক্স বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মতো প্রতিযোগিতায় দেশের পতাকা ছাড়াই নামতে হবে তাদের। অলিম্পিক্স এখনও দূরে কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পরের মাসেই রয়েছে। তার ট্রায়ালের দিনও ঘোষিত। কুস্তি সংস্থার নির্বাসন শুনে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীও।

গত ২৭ এপ্রিল ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা (আইওএ) জাতীয় কুস্তির নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি অ্যাড-হক প্যানেল তৈরি করে দিয়েছিল। গঠন হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হত। বিশ্ব কুস্তি সংস্থার তরফেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল যে নির্বাচন না হলে ভারতের কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করা হবে। সেটাই হল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে মমতা লেখেন, “বিশ্ব কুস্তি সংস্থা ভারতের কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করেছে এই খবর শুনে আমি অবাক। গোটা দেশের কাছে এই ঘটনা লজ্জাজনক। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অহংকারী মনোভাব নিয়ে গোটা দেশের কুস্তিগিরদের টেনে নীচে নামিয়েছে।”

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমাদের কুস্তিগির বোনেদের উপর দাম্ভিক মানসিকতা দেখিয়েছে। নির্মম পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে আমাদের কুস্তিগির বোনেদের উপর নির্যাতন করেই চলেছে কেন্দ্র সরকার এবং বিজেপি। যাদের কোনও নৈতিক আদর্শ নেই, যারা আমাদের দেশের লড়াকু মেয়েদের পাশে দাঁড়ায় না, তাদের বিরুদ্ধে গোটা দেশের গর্জে ওঠা উচিত। শেষের সে দিন আর দূরে নেই।”

ভারতীয় কুস্তি সংস্থা এই মুহূর্তে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার দায়িত্বে রয়েছে অ্যাড-হক প্যানেল। সাবেক সভাপতি ব্রিজভূষণ শরন সিংহ কুস্তিগিরদের শারীরিক নির্যাতনে অভিযুক্ত হওয়ার পরেই আগের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। একাধিক বার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও কোনও না কোনও আদালতের নির্দেশে বার বার নির্বাচন পিছিয়ে গিয়েছে। ১২ আগস্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটিও পিছিয়ে যায় পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশে। সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের একটি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হরিয়ানা কুস্তি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ইন্দ্রজিৎ সিং। তার দাবি ছিল, তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রিটার্নিং অফিসার হরিয়ানা অ্যামেচার কুস্তি অ্যাসোসিয়েশনকে ইলেক্টোরাল কলেজে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ভাবে কোনও সংস্থাকে সদস্যপদ বা ভোটাধিকার দেওয়া যায় না। কোনও ক্রীড়া সংস্থা সদস্যপদ পাবে কি না, তা ঠিক হতে পারে শুধু সর্বভারতীয় সংস্থার সাধারণ সভায়। তা ছাড়া হরিয়ানা অ্যামেচার কুস্তি অ্যাসোসিয়েশন কখনও হরিয়ানা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যও নয়। সর্বভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃত নয় এমন কোনও ক্রীড়া সংস্থা সেই খেলার সর্বভারতীয় সংস্থার সদস্য পদ পেতে পারে না। সেই নিয়মে হরিয়ানা অ্যামেচার কুস্তি অ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার সদস্য হতে পারে না। পেতে পারে না ভোটাধিকারও। এই মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন করা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের বিচারপতি বিনোদ এস ভরদ্বাজ।

কুস্তি ফেডারেশনের বিদায়ী সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিভিন্ন পদের জন্য তার ১৮ জন ঘনিষ্ঠ প্রার্থী হয়েছেন বলে অভিযোগ। ১২ বছর ধরে সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি পদে রয়েছেন ব্রিজভূষণ। জাতীয় ক্রীড়া নীতি অনুযায়ী তিনি নিজে এবার প্রার্থী হতে পারেননি। তবে সভাপতি পদে সঞ্জয় কুমার সিং-সহ একাধিক ঘনিষ্ঠকে প্রার্থী করেছেন।

স্ত্রীর মামলায় অস্বস্তি বাড়লো মোহাম্মদ শামির!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের আগে অস্বস্তিতে ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামি। স্ত্রী হাসিন জাহানের করা মামলায় তাকে জামিন নিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের জোরে বোলারকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

সোমবার আলিপুর অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের রায়, স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে শামিকে তলব করার পিছনে কোনও প্রয়োজনীয় কারণ খুঁজে পায়নি আদালত। তাই তাকে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে না। তবে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই মামলার পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারকে ট্রায়াল কোর্টে আবেদন করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তিনি জামিনের আবেদন করতে পারবেন। আইন মোতাবেক শামির জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রায়াল কোর্ট। এই অবস্থায় আইনজীবীরা মনে করছেন, শামি যদি জামিনের আবেদন করেন তবে তাকে অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম)-এর কাছে হাজিরা দিতে হবে। বড় দু'টি প্রতিযোগিতার আগে শামির পক্ষে যা অস্বস্তির কারণ। ২০১৮ সালের ৮ মার্চ শামি এবং তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে যাদবপুর থানায় এফআইআর করেন হাসিন। ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আলিপুরের এসিজেএম কোর্ট। ওই বছর ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলা দায়রা আদালত ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এই অবস্থায় প্রায় চার বছর ধরে মামলাটি সেখানে বিচারাধীন রয়েছে। পরে জেলা দায়রা বিচারকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিন। বিচারপতি শম্পা সরকার নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখলে ক্রিকেটারের স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে যান। গত মাসে শীর্ষ আদালত জানায়, এক মাসের মধ্যে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে দায়রা বিচারককে মামলাটির নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই মতো জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আলিপুর জেলা আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। গত সোমবার এই মামলায় রায় ঘোষণা করে আদালত।

আদালতের রায়, শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজ করা হল। এই মামলায় চার্জশিট দাখিল হওয়ার দরুন ট্রায়াল বা এসিজেএম কোর্টে বিচার চলবে। এমতাবস্থায় ভারতীয় ক্রিকেটারকে সমন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে ৩০ দিনের মধ্যে শামি এবং তার ভাইকে মামলার পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়ার জন্য ট্রায়াল কোর্টে যেতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তারা জামিনের আবেদন করলে আইন মোতাবেক দ্রুত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এসিজেএম কোর্ট। হাসিনের আইনজীবী মৃগাঙ্ক মিস্ত্রি জানান, শামিরা জামিনের আবেদন করলে তার মক্কেল বিরোধিতা করবেন। নিম্ন আদালতে জামিন মিললে উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

মধুর সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৫ অক্টোবর ভারতে শুরু হবে আইসিসি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট ভাবা হয় বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা-জাসপ্রিত বুমরাহদের দলকে। ভারত ২০১১ সালের বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল। সেই আসরে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে শিরোপা জিতে নেয়। এরপর গত এক যুগে আইসিসির কোনো ইভেন্টে শিরোপা জিততে পারেনি ভারত। ১২ বছরের শিরোপা জয়ের খরা এবার কাটাতে চায় ভারত। বিশ্বকাপের ঠিক আগে মধুর সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। চার নম্বর পজিশনে কে ব্যাট করবে? তা নিয়ে ঘরে-বাইরে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। ভারতীয় সাবেক তারকা ক্রিকেটার ও সাবেক প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছেন, চার নম্বর পজিশনে বিরাট কোহলিকে খেলানো যেতে পারে। সে তিন নম্বর পজিশনে ব্যাট করে। তাকে তিনের পরিবর্তে চারে নামিয়ে দিলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়! রবি শাস্ত্রীর এই যুক্তিতে একমত নন ভারতীয় সাবেক তারকা ক্রিকেটার ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জেকার। তিনি বলেছেন, বিরাট কোহলিকে বলির পাঁঠা বানানো ঠিক হবে না। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে চার নম্বর পজিশনে খেলানো হয় ওপেনার শচীন টেন্ডুলকারকে। সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ওপেনিংয়ে বেশ কিছু রেকর্ড রয়েছে ওপেনার শচীনের; কিন্তু সেই বিশ্বকাপে শচীনকে চার নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন হিতে বিপরীত হয়েছে। ওপেনিংয়ের পরিবর্তে চারে ব্যাটিংয়ে নেমে এক ম্যাচে শূন্য আর আরেক ম্যাচে ৭ রান করে আউট হন শচীন। বিশ্বকাপের সেই আসরে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেনি ভারত।

সঞ্জয় বলেন, 'চার নম্বর পজিশনের জন্য ইশান কিশান, বিরাট কোহলির মতো অন্যান্য বিকল্পগুলোর বিষয়ে কথা চাইলেই বলা যায়। কিন্তু তাদের হঠাৎ করে এ জায়গায় ব্যাটিংয়ে নামিয়ে দেওয়া মানে 'বলির পাঁঠা' বানানো। তারা চার নম্বর পজিশনে ব্যাট করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না।

বিশ্বকাপের আগে কঠিন পরীক্ষার মুখে কোহলি!

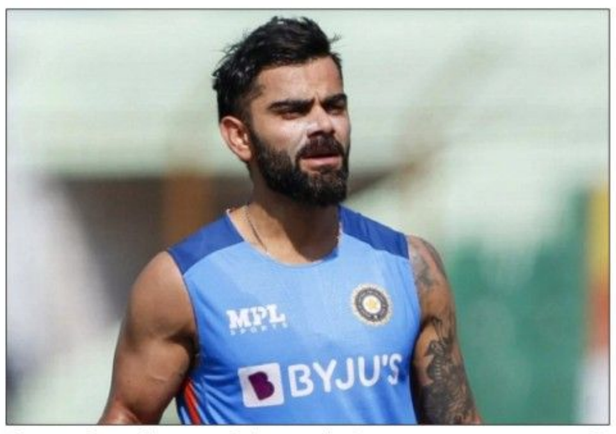

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ৪১ দিন বাকি। তার আগে চলতি মাসেই শুরু এশিয়া কাপ। জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছে তারা। সেখানেই কঠিনতম পরীক্ষায় বসতে হল বিরাট কোহলিকে। লেটার মার্কস নিয়ে পরীক্ষায় পাশও করেছেন বিরাট। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ইয়ো ইয়ো টেস্ট দিতে হয়েছে বিরাটকে। সেখানেই ১৭.২ স্কোর করেছেন তিনি। পরে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেই ছবি দিয়েছেন বিরাট। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মাঠে খালি গায়ে শুয়ে রয়েছেন বিরাট। বোঝাই যাচ্ছে, ইয়ো ইয়ো টেস্ট দিয়ে ক্লান্ত তিনি। কিন্তু মুখে হাসি রয়েছে। বিরাট লিখেছেন, 'ইয়ো ইয়ো টেস্ট শেষ করার পরের আনন্দ। ১৭.২ হয়েছে।' ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের ইয়ো ইয়ো টেস্ট পাস করতে হয়। রবি শাস্ত্রী-বিরাট জামানা থেকে এই টেস্টের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। ফিটনেস টেস্ট পাস করতে না পারলে ভারতীয় দলে জায়গা পান না ক্রিকেটারেরা। সেই কারণে প্রত্যেক বড় প্রতিযোগিতার আগে এই টেস্ট দিতে হয় ক্রিকেটারদের। এই টেস্ট সাধারণত ক্রিকেটারদের গতি ও তাদের দমের পরীক্ষা নেয়। ২০ মিটার দূরত্বের (ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য) মধ্যে ক্রিকেটারদের ছুটতে হয়। এক বার ২০ মিটার গিয়ে আবার ২০ মিটার ফিরে আসতে হয়। দৌড় শেষ করার একটি সর্বাধিক সময় রয়েছে। অনেকগুলি পর্যায়ে এই টেস্ট হয়। পর্যায় যত বাড়ে তত দৌড় শেষ করার সময় কমে। ক্রিকেটারেরা যতগুলি পর্যায় শেষ করতে পারেন তার উপর ভিত্তি করে তাদের নম্বর দেওয়া হয়। ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে হলে ক্রিকেটারদের অন্তত ১৬.২ পেতেই হয়। সেখানে বিরাট পেয়েছেন ১৭.২।

মেসির পর এবার খেলতে আসছেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দেখা হচ্ছে না ভারতের। কিন্তু ভারতে খেলতে আসতে চলেছেন নেইমার। বৃহস্পতিবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্যায়ের ড্র হল। সেখানে মুম্বাই সিটি এফসির গ্রুপে রয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল, যে ক্লাবে সদ্য যোগ দিয়েছেন নেইমার। ফলে আগামী দিনে নেইমারকে পুণেয় খেলতে আসতে দেখা যাবে। রোনালদোর ক্লাব আল নাসের পড়ল অন্য গ্রুপে। যদি নেইমার না-ও আসেন, তা হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলের একাধিক তারকাকে খেলতে দেখার সুযোগ রয়েছে। কারণ, আল হিলাল সম্প্রতি অনেক ফুটবলারকেই সই করিয়েছে।

গত আইএসএলের লিগ শিল্ড জেতার সুবাদে এবার সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে মুম্বাই। লিওনেল মেসি অতীতে ভারতে খেলে গিয়েছেন। তাই অনেকেই চাইছিলেন, রোনালদোকে যদি দেখা যায় তা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। সেই প্রত্যাশা অন্তত এবারে মিটছে না। কিন্তু নেইমারকে দেখার সুযোগ থাকছে।

আল হিলাল কিছু দিন আগে সই করিয়েছে নেইমারকে। তার পরে ক্লাবে যোগ দিয়েছেন কাতার বিশ্বকাপে নজরকাড়া মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বোনো। সার্বিয়ার আলেকজান্ডার মিত্রোভিচকেও হিলালের জার্সি গায়ে দেখা যাবে।

এ ছাড়া চেলসিতে খেলা কালিদৌ কৌলিবালি, পর্তুগালে রোনালদোর সতীর্থ এবং ইপিএলের উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের প্রাক্তন ফুটবলার রুবেন নেভেস, সার্বিয়ার সের্গেই মিলিঙ্কোভিচ স্যাভিচ, বার্সেলোনার প্রাক্তনী তথা ব্রাজিলের ফুটবলার ম্যালকম। এছাড়া সৌদি আরবের জাতীয় দলে খেলা একাধিক ফুটবলার তো রয়েছেনই। তার মধ্যে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে যে দুইজন গোল করেছিলেন, সেই আল-সেহরি এবং আল-দাওয়াসারি রয়েছেন আল হিলালে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ সি-তে পড়েছে মুম্বাই। আল হিলাল ছাড়াও সেই গ্রুপে রয়েছে ইরানের ক্লাব নাসাজি মাসানদারান এবং উজবেকিস্তানের ক্লাব নবখর।

এমন মন্তব্য করে

হার্দিককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমত চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পরে মাঠে ফিরে দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্স উপহার দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। যে কারণে সিরিজের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার উঠেছে তার হাতে। তার উপর প্রথমবার টি-২০ ক্রিকেটে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে নেমে সিরিজ জিতিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই খুশির ঠিকানা নেই বুমরাহর। তবে আক্ষেপ একটাই যে, আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়। কেননা বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যায় সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচ। সিরিজ জয়ের জন্য বুমরাহ নিজের খুশি যেমন লুকিয়ে রাখেননি, ঠিক তেমনই ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় হতাশাও প্রকাশ করেন। মাঠে আসার সময়েও আবহাওয়া দেখে মনে হয়নি খেলা পরিত্যক্ত হতে পারে বলে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরেও মাঠে নামতে না পারায় মন খারাপ জসপ্রীতের। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এপ্রসঙ্গে বুমরাহ বলেন, 'অপেক্ষা করার পরেও খেলা ভেস্তে গেলে হতাশ লাগে। মাঠে আসার সময়েও মনে হয়নি বৃষ্টি হতে পারে। সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল।'

সামনে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো ২টি বড় টুর্নামেন্ট। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার পরে বুমরাহকে যতটা তৎপর দেখিয়েছে, তাতে একবারের জন্যও মনে হয়নি যে, তিনি ভয়ে ভয়ে আছেন। এমন পরিস্থিতিতে তারকা ক্রিকেটারদের চোট এড়িয়ে খেলার প্রবণতা চোখে পড়ে। তবে বুমরাহ সেপথে হাঁটেননি। তার কারণটাও খোলসা করেন তারকা পেসার। তার দাবি, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেলে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইবেন সবাই। কার্যত এমন মন্তব্য করে হার্দিককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বুমরাহ।

বুমরাহ বলেন, 'দেশকে নেতৃত্ব দেওয়াটা গর্বের। এমন সুযোগ পেলে সবাই মুখিয়ে থাকবে। আমিও ব্যতিক্রমী নই। ক্যাপ্টেন হিসেবে মাঠে নামলে আপনার উপর বাড়তি দায়িত্ব থাকে। আমি দায়িত্ব নিতে পছন্দ করি। সব ক্রিকেটাররাই দায়িত্ব নিতে চায়।'

অতীতে চোট সারিয়ে দলে ফেরার ঠিক পরেই ফের মাঠের বাইরে ছিটকে যেতে হয়েছে বুমরাহকে। সামনে যেহেতু বিশ্বকাপ, তাই এবার জসপ্রীতের ফিটনেসের দিকে নজর ছিল সমর্থকদের। নিজের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বুমরাহ বলেন, 'কোনও সমস্যা নেই। সব কিছু একদম ঠিকঠাক আছে।'

বুমরাহ শেষ করেন এই বলে যে, 'ছেলেরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব বোঝে। সবাই অত্যন্ত উৎসাহী। এটাই ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার কাজ সহজ করে দেয়। এমন একটা দলকে নেতৃত্ব দিতে পেরে দারুণ খুশি। এর থেকে বেশি খুশি হওয়া সম্ভব নয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR